রনবীর একটি কার্টুন ও কিছু কথা

ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

একজন সাহিত্যিক তার লিখনির মাধ্যমে একটি ঘটনা বা কাহিনীকে তার নিজস্ব চন্তা-ভাবনা দিয়ে অলংকৃত করে করে থাকেন। এখানে শুধু মাত্র তার নিজস্ব চিন্তার-ভাবনারই প্রকাশ পায়। অনেকটা চাপিয়ে দেন বলা যেতে পারে। । যিনি পাঠক তিনি লেখকের মতামতের সাথে এক মত পোষন নাও করতে পারেন। আবার অনেক লেখক আছেন যারা পাঠকের কথা ভেবে নিজের গল্পটিকে অলংকৃত করে থাকেন। কিন্তু একটি কার্টুন আপনার চিন্তা-ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে। কিন্তু একজন কার্টুনিষ্ট কোন বিষয়ের উপর একটি ছবি একে নিচে দুলাইন কমেন্ট লিখে ছড়ে দেন। তাকে আর কিছু করতে হয় না। এর পর শুরু হয় গবেষনা। প্রতিটি পাঠক তার নিজস্ব মেধা ও দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টিকে বিশ্লেষন করে থাকেন। পাঠকই তখন লেখকের ভুমিকায় অবর্তীন হন। একটি কার্টুন আলোচনা সমালচনার ঝড় তুলতে পারে।

বাংলাদেশের কার্টুনের জগতে জীবন্ত কিংবদন্তী হলেন রফিক উন নবী যিনি রনবী নামে কিংবদন্তীতে পরিনত হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশে ফুতপাতের ছেলেদের টোকাই নাম দিয়ে কিংবদন্তীতে পরিনত হয়েছেন। তার নিপুন হাতের তুলিতে আকা টোকাইরাই দেশের ছোট বড় সমস্যা গুলো তুলে ধরেছে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি শিক্ষা সব বিষয়েরই সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো টোকাইদের কথার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এমন একদিন আসবে যখন হয়ত তিনি টোকাইদের পুনবাসিত করবেন। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে টোকাইরা বাংলাদেশের জন্য একটি স্যাম্বল হয়ে গেছে। তার প্রতিটি কার্টুন একেকটি সমস্যা নিয়ে করা। ব্যাঙ্গাত্বক ও রসাত্বক কার্টুন গুলো এদিকে যেমন হাসির খোরাক যোগায় তেমনি প্রশাসনকে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয় সমস্যাগুলো।

এরই মধ্যে দেশে ও বিদেশে রনবীর হাজর হাজার, লাখ লাখ ভক্ত তৈরী হয়েছে যারা ম্যাগাজিন হাতে নিয়েই প্রথমে রনবীর কার্টুনটা পড়ে নেন। অনেকে আবার দুর্লভ এই কার্টুন গুলোকে সংগ্রহ করে থাকেন।

সাম্প্রতিককালে সাপ্তাহিক ২০০০ এ রনবীর একটি কার্টুন চোখে পড়লো। কার্টুনটি ক্রিকেট বিষয়ক। কার্টুনের লাইন দুটো এরকম-

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্রথম জন - - ক্রিকেটে আমাদের দেশ কবে আবার জিতবে বলতে পারবি ------------------------------

দ্বিতীয় জন – যখন অন্যরা কেউ হঠত খারাপ খেলবো ------------------------------

কথাটা অনেকটা সত্য পরিনত হতে চলেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট আন্তজাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সদস্য হয়েছে অনেক দিন হলো। দেখতে দেখতে অনেক গুলো ম্যাচও খেলা হয়ে গেছে বাংলাদেশে দলের। আমাদের খেলোয়াড়রা বিশ্বের সব সেরা খেলোয়াড়দের সাথে খেলছে। মোকাবিলা করছে বিশ্বের সেরা বোলিং। কেটে গেছে সব ভয়। তারপর ও কেন প্রতিটি ম্যাচেই হেরে চলেছি। বড় মাপের কোচও আমরা পেয়েছি। এখনও আছে। ফুটবল, হকি শুটিং বা দাবার মত অজুহাত দেবার সুযোগও নেই যে – পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলতে পারিনা বলে ভাল করতে পারছি না। সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একটি বিদেশী বানিজ্যিক কোম্পানীর সাথে প্রায় চারশ কোটি টাকার স্পনসর চুক্তিও করেছে। আর চাই কি। এখন দরকার শুধু রেজাল্ট।

আমরা ইতিমধ্যিই জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার সমীহা নিতে শুরু করেছি। অনেকে এটাকে আমাদের ক্রিকেটের উন্নতি বলতে পারেন। যারা তা মনে করেন আমি তাদের সাথে এক মত পোষন করবো না। আসলে তাদের দেশীয় ক্রিকেটের বর্তমান অবকাঠমো ও ক্রিকেটে রাজনীতির অনুপ্রবেশই জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার ক্রিকেটকে পিছিয়ে দিয়েছে। না হয় মনে করলাম আমাদের ক্রিকেট এগিয়েছে। তাহলে কেন আমরা অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েষ্ট ইন্ডিস, সাউথ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের সাথে প্রতিটি ম্যাচেই দল হারবে। সিরিজ না হয় হারলাম তাই বলে হোয়াইটওয়াস। আশ্চর্য হলেও সত্য প্রতিটি পরাজয়ের ভিতরও আমাদের খেলোয়াড়রা সাফল্য খুজে পান। এখন মনে হচ্ছে আমাদের খেলোয়াড়দের টার্গেট এখন আর জয় না। তারা অষ্ট্রেলিয়ার সাথে ২০০, পাকিস্তানের সাথে ২৫০, সাউথ আফ্রিকার সাথে ২০০ ----- করতে পারলেই সন্তুষ্ট।

যদি কোন কারনে প্রতিপক্ষ ইচ্ছে করে খারাপ খেলে বসে বা খেলার জন্য খেলে তাহলেই বাংলাদেশের জয়ের সম্ভবনা জেগে উঠে। রনবীর কার্টুনের কথা গুলো বাংলাদেশের ক্রিকেট পাগল মানুষগুলোর ক্ষোভেরই বহি প্রকাশ। তাদের প্রত্যাশা খুব সমান্য। শুধু মাঝে মাঝে একটু চমক। একটি জয়। আমরা যদি এগুতে শুরু না করি তাহলেতো পিছিয়ে যাবো। সেই আগের অবস্থানে।

প্যারিস – ২৪-০৭-০৮ চলবে ----------------------------

Polashsl at yahoo.fr

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com